২৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 02 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

গ্রামীণ শিক্ষার হাল-৩

স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের গম বিতরণেও চলে কারচুপি

শওকত মিলটন, *বরিশাল থেকে*

চরমোনাই ইউনিয়নের স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরা কখনই সঠিক পরিমাপে গম পায় না। একই পরিবারের দু'সন্তানের ২০ কেজি গম পাবার নিয়ম থাকলেও পায় ১৯ কেজি। বেশকিছু পরিবারের দু' সন্তান এক স্কুলে পড়লেও গম না পাবার নজির রয়েছে। অন্যদিকে সরকারী স্কুলে অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রীর চাপের কারণে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হলেও বেসরকারী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী প্রায়

সরেজমিন চরমোনাই

নেই বললেই চলে। এ বৈপরীত্য চরমোনাই ইউনিয়নে প্রকট।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় একজন শিক্ষার্থী ১৫ কেজি এবং একই পরিবারের দু'সন্তান একই স্কুলে পড়লে ২০ কেজি গম পাবার নিয়ম রয়েছে। চরমোনাই ইউনিয়নে এ নিয়ম মানা হচ্ছে না। ছাত্র-ছাত্রীরাই অভিযোগ করেছে তারা গম পাচ্ছে কম। ১৫ কেজির স্থলে ১৪ কেজি, সাড়ে ১৩ কেজি এবং ২০ কেজির স্থলে ১৯ কেজি গম দেয়াটা নিয়মে দাঁড়িয়েছে। চরহোগলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর ছাত্রী শাহনাজ ফরিদা অভিযোগ করেছে, তারা কখনোই ১৫ কেজি করে গম পায়নি। একই অভিযোগ গিলাতলা রেজিষ্টার্ড প্রাইমারী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর সুরুজ, সুলতানা এবং ৩য় শ্রেণীর স্বপনের। তারা সবাই জানিয়েছে, স্কুলে গম বিতরণের সময় তাদের কম গম দেয়া হয়। কেন গম কম দেয় তা তারা জানে না।

এ ব্যাপারে চরহোগলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ ইউনুস রহমান বলেন, গোডাউন সর্টেজ দেখিয়ে আমাদের গম সরবরাহ করা হয় কম। আমরা যে পরিমাণ গম পাই সেটাই ভাগ করে দেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র-ছাত্রীরা কম পায়। গিলাতলী রেজিষ্টার্ড প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাও একই কথা জানান। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে। এ ইউনিয়নের প্রায় সবগুলো স্কুলের একই অবস্থা।

হনুফা ও ফরিদা দু'বোন। ওরা চরহোগলা সরকারী প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রী। কিন্তু ফরিদা প্রতি মাসে ১৪ কেজি গম পায়। হনুফা গম পায় না। ঐ স্কুলে খোঁজ নিয়ে জেনেছি। ওদের এক ভাইও ঐ স্কুলের ছাত্র ছিল। সে ইতোমধ্যে ৫ম শ্রেণী পাস করে স্কুল ছেড়েছে। আগে ফরিদা ও তার ভাই দু'জনে গম পেত। কর্মসূচীর জন্য যখন তালিকা প্রণয়ন করা হয় তখন ফরিদারা তিন ভাইবোন হওয়া সত্ত্বেও দু'ভাইবোন দেখানো হয়। ফলে ১৯৯৫ সালে হনুফা গম পায়নি। ম্যানেজিং কমিটি এ তালিকা প্রণয়ন করে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়। এ ঘটনা ঐ স্কুলে আরও কয়েকটি রয়েছে। এ ইউনিয়নের সরকারী স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর ভিড় উপচে পড়ে। অন্যদিকে বেসরকারী স্কুলগুলো প্রায় ছাত্রশূন্য। বেসরকারী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেখাবার প্রবণতা রয়েছে। ইউনিয়নের ৩টি রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলের মধ্যে গিলাতলী রেজিষ্টার্ড প্রাইমারী স্কুল একটি। কাগজে-কলমে এ স্কুলের '৯৫ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৩০। প্রকৃত ছাত্রসংখ্যা ১৭৭। এর কোন কোন ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৮/১০ জন। অপরদিকে চরহোগলা সরকারী প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল '৯৫ সালে ৭৪০। প্রতিটি ক্লাসে ১২৫-১৪০ ছাত্রছাত্রী ছিল। স্থানাভাবে পাটি বিছিয়ে এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা বসে। অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রীর চাপে পড়ালেখা কি হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথম ক্লাসে গড়ে উপস্থিত ১শ' ছাত্রের রোল কল করতেই সময় ফুরিয়ে যায়। আবার কোন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লিখতে দিয়ে সবার খাতা দেখা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয় না। গেল বার্ষিক পরীক্ষায় একজন শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ের হাজারের ওপর খাতা দেখতে হয়েছে।